উপজেলা নির্দেশিকা

উপজেলা ভিত্তিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সে এলাকার ভূমি,মৃত্তিকা ও পানি সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও তার সঠিক ব্যবহার নিরূপণের উপর বিশেষভাবে নিভ্রশীল । এসব সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে । ঐসব তথ্যাবলীর সংগে বাস্ড়ব মাঠ পরিস্থিতি সমন্বিত করে কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করার জন্য বিগত ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ড় সময়ের মধ্যে বিএআরসি-এর সামগ্রীক তত্বাবধানে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকান্ড সমন্বয়ের মাধ্যমে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে সুন্দরবন এলাকা বাদে সমগ্র বাংলাদেশের সকল উপজেলার “ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা ” প্রকাশ করা হয়েছে ।

জরিপ পদ্ধতিঃ

আকাশচিত্র বিশে-ষণ করে এবং সরেজমিনে পর্যবেনের উপর ভিত্তি করে আধাবিস্ড়রিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন করা হয়। একাজে বেইজ ম্যাটেরিয়াল হিসাবে যে সমস্ড় উপাদান ব্যবহার করা হয় তা হলো: নির্দিষ্ট উপজেলার আকাশচিত্র, স্যাটেলাইট ইমাজ্যারি, মোজাইক, টপো মানচিত্র, ডিএলআর মানচিত্র, এলজিইডি মানচিত্র ইত্যাদি। আকাশচিত্র বিশে-ষণ করে খসড়া মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র তৈরী করে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। আকাশ মানচিত্রের মাধ্যমে যে সমস্ড় প্রধান প্রধান ভূমিরূপ সনাক্ত করা হয়েছে সে বরাবর ট্রাভার্স ফেলে বেলচা ও অগার ব্যবহার করে মৃত্তিকার কম্পোজিট নমুনা সংগ্রহ করা হয় । একটি উপজেলায় প্রতি ২০০ হেক্টর পর পর এক একটি মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রধান মৃত্তিকা একক হিসেবে মৃত্তিকা সিরিজ সনাক্ত করা হয়েছে, যা একই ধরনের মাতৃ উপাদান এবং একই ধরনের পরিবেশে উৎপন্ন হয়েছে এবং এদের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী একই রকম।

আকাশচিত্র বিশে-ষণের মাধ্যমে তৈরিকৃত প্রাথমিক মৃত্তিকা মানচিত্রকে মৃত্তিকা কোরিলেশন এবং মাঠ তথ্য পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ড়করণের পর প্রস্তুতকৃত মানচিত্রের মৃত্তিকা সীমানা ১:৫০,০০০ স্কেলের টপোগ্রাফিক মানচিত্রের উপরে স্থানান্ড়র করা হয়। প্রকাশনার উপযোগী স্কেলের (১:১০০০০০ - ১:২৫০০০০) জন্যে এই ম্যাপকে প্যান্টোগ্রাফের সাহায্যে ছোট করা হয়- যা থেকে ফিজিওগ্রাফী মানচিত্র, ভূমি উপযোগীতা মানচিত্র, ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি করা হয়।

জরিপ এলাকা থেকে চিহ্নিত প্রতিটি সিরিজ থেকে সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনা গুলোকে গবেষণাগারে বিশে-ষণ করা হয়। গবেষণাগারের বিশে-ষিত ফলাফল জরিপ এলাকায় মাঠ পর্যবেক্ষণকে নিশ্চিত করে এবং ঐ এলাকার মৃত্তিকা দল ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী সম্পর্কে ধারনা দেয়। গবেষণাগারে যে সমস্ড় বিশে-ষণ করা সম্পন্ন করা হয় তা হলো- মৃত্তিকার বুনট, প্রতিক্রিয়া(পিএইচ), জৈব পদার্থ, মোট নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম,গন্ধক, দস্ড়া, বোরণ,ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, তামা, লৌহ, ম্যাংগানিজ ইত্যাদি। লবণাক্ততা পরিমাপের ক্ষেত্রে ইলেক্টিক্যাল কনডাকটিভিটি ব্যবহার করা হয়।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

নির্দেশিকাটি ভূমি এবং মৃত্তিকার ভৌত এবং রাসায়নিক তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ । উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে সংশি-ষ্ট উপজেলার ভূমি, মৃত্তিকা ও পানি সম্পদের বিস্ড়রিত তথ্য, বর্তমান ফসল বিন্যাস, ফসলভিত্তিক সার সুপারিশমালা প্রণয়ণ পদ্ধতি, ভূমি ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা এবং ফসল উপযোগীতা ও সম্ভাব্য ফসল বিন্যাস পদ্ধতি নিরূপণের উপায় সঠিকভাবে জানা যায় । সামগ্রিক তথ্য পরিবেশন এবং মানচিত্রের মাধ্যমে এলাকা চিহ্নিত করায় ব্যবহারকারীদের জন্য তা সহজবোধ্য ।

বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের সকল কৃষি কর্মি কর্তৃক স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ণ এবং গবেষণাকর্মীদের দ্বারা স্থানভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানে সঠিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় নির্দেশিকাটি একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যায় । এ নির্দেশিকা ব্যবহার করে উপজেলা/ইউনিয়ন/ব-ক পর্যায়ে বাস্ড়ব তথ্যভিত্তিক ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে মূল্যবান অবদান রাখা সম্ভব ।

জাতীয় কৃষি উন্নয়নে বিশেষ করে কৃষি সম্প্রসারাণ অধিদপ্তরের কর্মীদের জন্য উপজেলা নির্দেশিকা কৃষি প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়রের একটি আধুনিক হাতিয়ার । কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষি কর্মী, বিশেষ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন কাজের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য উপজেলা নির্দেশিকা প্রস্ড়ুতকালে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে ।

এ নির্দেশিকায় মোট তিনটি অধ্যায় ও দশটি পরিশিষ্ট আছে ।

প্রথম আধ্যায়ে সংশি-ষ্ট উপজেলার সাধারণ বিবরণ দেয়া আছে যার মধ্যে আছে উপজেলার অবস্থান ও আয়তন, প্রশাসনিক কাঠামো জনসংখ্যা, যাতায়াত ব্যবস্থা, জলবায়ু, কৃষি-জলবায়ু অঞ্চল, ভূপ্রকৃতি, পানি সম্পদ, সেচ ব্যবস্থার তথ্য ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন মানচিত্র এককের বিস্ড়ারিত উলে-খ করা রয়েছে যার মধ্যে আছে মানচিত্র একক গুলোর সাধারণ তথ্য, ভূমি তথ্য, জমির বর্তমান ব্যবহার, বর্তমান প্রতিবন্ধকতা ও উন্নয়ন সম্ভাবনার তথ্য ।

এবং তৃতীয় অধ্যায়ে মৃত্তিকা দলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও মৃত্তিকা দল সনাক্তকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে ।

পরিশিষ্ট-১ এ মৃত্তিকা দলের উপরিস্ড়রের ভূমিশ্রেণী ভিত্তিক গড় রাসায়নিক গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ।

পরিশিষ্ট-২ এ মৃত্তিকা দলের উপরিস্ড়রের স্থানভিত্তিক নমুনার রাসায়নিক গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ।

পরিশিষ্ট-৩ এ সার ব্যবহারের সুপারিশ প্রণয়নের তথ্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে ।

পরিশিষ্ট-৪ এ সারের প্রয়োজনীয়তা, পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ ও মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য সন্নিবেশিত আছে ।

পরিশিষ্ট-৫ এ মৌজাভিত্তিক ব্যবহার পদ্ধতি, ইউনিয়নভিত্তিক মৌজার নাম ও আয়তন উলে-খ করা আছে ।

পরিশিষ্ট-৬ এ উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহারের অন্যান্য ক্ষেত্রমূহ আলোকপাত করা হয়েছে ।

পরিশিষ্ট-৭ এ ফসল উপযোগিতা ও সম্ভাব্য ফসল বিন্যাস নিরূপণ করা হয়েছে ।

পরিশিষ্ট-৮ এ কারিগরি শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ।

পরিশিষ্ট-৯ এ মাটির উব্রতা মান অনুযায়ী ফসলের উচ্চ ফলন মাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ দেয়া আছে ।

পরিশিষ্ট-১০ এ মাটির পুষ্টি উপাদান বিশে-ষণের জন্য মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে ।

‘মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ’ মানচিত্র নির্দেশিকার অবিচ্ছেদ্দ অংশ যা নির্দেশিকার শেষ পৃষ্ঠায় সংযোজিত হয়েছে ।